



এইচএসসি : ফল বিশ্লেষণ

মেয়ে পরীক্ষার্থী কম পাস করেছে বেশি

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

এবার এইচএসসি পরীক্ষায় যারা বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছে, তাদের অনেকেই এসএসসি পরীক্ষায়ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল।

এবার এইচএসসি পরীক্ষায় মেয়েরা পরীক্ষা দিয়েছে কম সংখ্যায়; কিন্তু পাস করেছে বেশি সংখ্যায়। অর্থাৎ পরীক্ষার ফলাফলে ছেলেরদের চেয়ে মেয়েরা এগিয়ে আছে। তবে ছেলেরদের চেয়ে মেয়েদের গড় মেধা কম। পরীক্ষায় ১ম বিভাগ পেয়েছে ছেলেরাই বেশি; মেয়েরা এক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। সদ্য প্রকাশিত সব বোর্ডের ফলাফল বিশ্লেষণ করে এ চিত্র পাওয়া যায়।

এবারের এইচএসসি এবং ১৯৯৭ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের বিজ্ঞান বিভাগের ফলাফল পর্যালোচনা করে এ তথ্য মেলে।

অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, ঢাকা বোর্ডে বিজ্ঞান বিভাগে ১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় যারা এক থেকে কুড়ি পাস : পৃঃ ১১ কঃ ৬

পাস : করেছে বেশি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পর্যন্ত মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছিল তাদের মধ্যে ১৫ জন এবার এইচএসসি পরীক্ষার মেধা তালিকায়ও নিজেদের কৃতিত্ব ধরে রাখতে পেরেছে।

এবার ঢাকা বোর্ডে বিজ্ঞানে প্রথম হয়েছে ২ জন- আবদুল হক ও কাজী মোঃ শামীম আল মামুন। ১৯৯৭ সালের এসএসসি পরীক্ষায় কাজী মোঃ শামীম আল মামুন ১ম স্থান অধিকার করেছিল। আর আবদুল হক এসএসসি পরীক্ষায় ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল।

এবার ২য় স্থান পাওয়া ইমরাজুল হক এসএসসি পরীক্ষায় ৫ম স্থান পেয়েছিল।

আর ৩য় স্থান অধিকারী সোনিয়া জাহিদও এসএসসিতে যৌথভাবে ৫ম হয়েছিল।

দেওয়ান মোঃ খালিদ হোসেন এইচএসসিতে ৪র্থ স্থান অধিকার করেছে। এসএসসিতে তার স্থান ছিল ১২তম।

এসএসসিতে (১৯৯৭) যৌথভাবে ১০ম স্থান পাওয়া ৩ জন- আশরাফী তানভীর হোসেন এবার ৫ম, মোঃ সালিম আহমেদ এবার ৮ম এবং মোঃ ফয়সাল রহমান এবার ১৫তম স্থান দখল করেছে। আশরাফীজামান খান এসএসসিতে ১৭তম স্থানে ছিল, এবার সে পেয়েছে ৭ম স্থান। এবার মুহিত তানভীরও ৭ম স্থান পেয়েছে। এসএসসিতে তার অবস্থান ১৯তম। এসএসসিতে ১১তম স্থান অধিকারী আরিফুল হক রাসেল এবার পেয়েছে ৯ম স্থান।

মোঃ হারুন-উর রশিদ খান এবার ১৪তম স্থানে আছে, এসএসসিতে তার স্থান ছিল ১৮তম।

এসএসসিতে ২য় ও ৩য় স্থান পেয়েছিল যথাক্রমে সাকিব আরেফিন খান ও সাজেদুল আলম। এবার সাকিব হয়েছে ১৬তম আর সাজেদুল আছে ১৯তম স্থানে। এবার যৌথভাবে ১৯তম স্থানের অধিকারী শেখ মোঃ শাহরিয়ার হোসেন এসএসসিতে ছিল ষষ্ঠ স্থানে।

এবার এইচএসসি পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৫ লাখ ৪৪ হাজার ২শ' ৯১ জন। এর মধ্যে ছাত্রী ছিল ১ লাখ ৯৯ হাজার ৩শ' ১৪ জন। তাদের মধ্যে পাস করেছে ১ লাখ ৯ হাজার ১শ' ৮ জন। পাসের হার ৫৪ ভাগ।

ছেলে পরীক্ষার্থী ছিল ৩ লাখ ২০ হাজার ৩শ' ৩৫ জন। এর মধ্যে পাস করেছে ১ লাখ ৬৮ হাজার ৬শ' ৫৯ জন। পাসের হার শতকরা ৫২ ভাগ। ছেলেরা ১ম বিভাগ পেয়েছে ৪০ হাজার ৮শ' ৭১ জন। আর মেয়েদের মধ্যে ১ম বিভাগ ২৬ হাজার ৮শ' ১৩ জন।